দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ৩০-১০-২০২৩ (পৃঃ ০৭)

গোপালগঞ্জে সুগন্ধি ব্রি ধান-৭৫ চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

ব্রি ধান-৭৫ একটি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ধান। এ ধান সুগন্ধি। ধানের চাল চিকন। ভাত ঝরঝরে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৭৫ চাষাবাদে ২০ ভাগ সার কম লাগে। সুগন্ধি ও চিকন জাতের এ ধান বাজারে বেশি দামে বিক্রি হয়। তাই কৃষক এ ধান চাষাবাদ করে লাভবান হন। খেত থেকে এ ধান কাটার পর কৃষক রবি শস্য চাষাবাদ করতে পারেন।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার রাধাগঞ্জ গ্রামের কৃষক আবুল কালাম, বাশার উদ্দিন, সিরাজুল ইসলামসহ কয়েকজন বলেন, 'আমন মৌসুমে একমাত্র সুগন্ধি চাল এটি। আমরা ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরামর্শ, বীজ-সার ও সহায়তা নিয়ে ব্রি ধান-৭৫ চাষ করেছি। উচ্চ ফলনশীল এ ধান চাষে সার খরচ ২০ ভাগ কম লেগেছে। এ ধান চাষ করে একই জমিতে বছরে তিন থেকে চারটি ফসল করতে পারি। তাই আমাদের দেখাদেখি অন্যান্য কৃষকও এ ধান চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আমরা আগামী বছর আরো বেশি জমিতে এ ধানের চাষাবাদ করব।'

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের কার্যালয় থেকে গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও বাগেরহাট জেলার ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্রির জাত কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণে কাজ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সায়েন্টিফিক অফিসার সৃজন চন্দ্র দাস বলেন, মাত্র ১১০ দিনে বিঘাপ্রতি ১৯ থেকে ২৩ মণ ধান পেয়ে খুশি গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার কৃষক। ধানে পোকামাকড়ের আক্রমণ নেই। সুগন্ধি জাতের এ ধান চাষের পর কৃষক জমিতে রবিশস্য চাষাবাদ করেন। তাই কৃষকের কাছে ব্রি ধান-৭৫ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দোলন চন্দ্র রায় বলেন, 'বীজ সরবরাহ পেলে আমরা এ জাতের ধান চাষ কোটালীপাড়া উপজেলায় ছড়িয়ে দেব। এতে কৃষক লাভবান হবেন।'

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ৩০-১০-২০২৩ (পৃঃ ০৮)

গোপালগঞ্জ : সুগন্ধি ব্রি ধান ৭৫ প্রদর্শনী প্লট -সংবাদ

সুগন্ধি ব্রি ধান ৭৫ চাষে কৃষকের মুখে হাসি

জেলা বার্তা পরিবেশক,গোপালগঞ্জ

ব্রি -৭৫ একটি স্বল্পকালীন সুগন্ধিযুক্ত ধান। চাল চিকন। ভাত ঝরঝরে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি ধান ৭৫ চাষাবাদে শতকরা ২০ ভাগ সার কম লাগে । এ ধান বেশি দামে বিক্রি হয়। তাই কৃষক এ ধান চাষাবাদ করে লাভবান হন। ক্ষেত থেকে এ ধান কাটার পর কৃষক রবি শস্য চাষাবাদ করতে পারেন। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ও আগাম এ জাতের ধান চাষাবাদ করে কৃষক ২ ফসলি জমিকে ৩ ফসলি ও ৩ ফসলি জমিকে ৪ ফসলি জমিতে রূপান্তর করতে পারেন। গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় এ ধানের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের কার্যালয় থেকে গোপালগঞ্জ নড়াইল ও বাগেরহাট জেলার ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্রি'র জাত কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করণে কাজ করা হচ্ছে। এ বছর আমরা এ তিন জেলায় ব্রি ধান ৭৫ এর ১০২ বিঘা জমিতে ১০২টি প্রদর্শনী প্লট করেছিলাম। প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) এ জাতের ধান ১৯ মন থেকে ২৩ মন পর্যন্ত ফলন দিয়েছে। এছাড়া কৃষক পর্যায়েও এ জাতের ধানের চাষাবাদ ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাইন্টিফিক অফিসার সুজন চন্দ্র দাস বলেন, মাত্র ১১০ দিনে বিঘা প্রতি ১৯ থেকে ২৩ মন ধান পেয়ে খুশি গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার কৃষক । ধানে পোকামাকড়ের আক্রমন নেই। কৃষকের কাছে ব্রি ধান ৭৫ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দোলন চন্দ্র রায় বলেন, বীজ সরবরাহ পেলে আমরা এ জাতের ধান চাষ কোটালীপাড়া উপজেলায় ছড়িয়ে দেব। এতে কৃষক লাভবান হবেন। কোটালীপাড়া উপজেলার রাধাগঞ্জ গ্রামের কৃষক আবুল কালাম, বাশার উদ্দিন, সিরাজুল ইসলামসহ কয়েকজন জানান, ধানের চাল চিকন। ভাত হয় ঝরঝরে। ভাত রান্নার সময় সুগন্ধ বের হয়। আমন মৌসুমে একমাত্র সুগন্ধি চাল এটি।

আমরা ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরামর্শ , বীজ-সার ও সহায়তা নিয়ে ব্রি ধান ৭৫ চাষ করেছি। উচ্চ ফলনশীল এ ধান চাষে সার খরচ ২০ ভাগ কম লেগেছে । এ ধান চাষ করে একই জমিতে বছরে ৩ থেকে ৪টি ফসল করতে পারি। তাই আমাদের দেখাদেখি অন্যরাও এ ধান চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আমরা আগামী বছর আরও বেশি জমিতে এ ধানের চাষাবাদ করব।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ৩০-১০-২০২৩ (পৃঃ ০৯)

সুগন্ধি ধানে কৃষকের হাসি

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

ব্রি ধান-৭৫ চাষে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। এ ধান স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন। এ ধান সুগন্ধি। ধানের চাল চিকন। ভাত ঝরঝরে হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৭৫ চাষাবাদে ২০% সার কম লাগে। সুগন্ধি ও চিকন জাতের এ ধান বাজারে বেশি দামে বিক্রি হয়। তাই কৃষক এ ধান চাষাবাদ করে লাভবান হন। খেত থেকে এ ধান কাটার পর কৃষক রবি শস্য চাষাবাদ করতে পারেন। আগাম এ জাতের ধান চাষাবাদ করে কৃষক দুই ফসলি জমিকে তিন ফসলি ও তিন ফসলি জমিকে চার ফসলি জমিতে রূপান্তর করতে পারেন। তাই গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় এ ধানের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের কার্যালয় থেকে গোপালগঞ্জ নড়াইল এবং বাগেরহাট জেলার ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্রির জাত কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণে কাজ করা হচ্ছে। এ বছর আমরা গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও বাগেরহাটে ব্রি ধান-৭৫-এর ১০২ বিঘা জমিতে ১০২টি প্রদর্শনী প্লট করেছিলাম। প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) এ জাতের ধান ১৯ মণ থেকে ২৩ মণ পর্যন্ত ফলন দিয়েছে। কৃষক পর্যায়েও এ জাতের ধানের চাষাবাদ ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অন্য সাইন্টিফিক অফিসার সৃজন চন্দ্র দাস বলেন, মাত্র ১১০ দিনে বিঘাপ্রতি ১৯-২৩ মণ ধান পেয়ে খুশি গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার কৃষক। ধানে পোকামাকড়ের আক্রমণ নেই। সুগন্ধি জাতের এ ধান চাষের পর কৃষক জমিতে রবি শস্য চাষাবাদ করেন। কৃষকের কাছে ব্রি ধান-৭৫ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।